দৈনিক
[illegible]

তারিখ ·2·8·OCT·2017
পৃষ্ঠা ·12· কলাম ·2·

ভিন্নমাত্রার সংস্কার আসছে কয়েকটি কলেজে

এম এইচ রবিন ●

১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কলেজে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫ হাজার। ঠিক ২৮ বছর পর ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম কলেজে শিক্ষার্থী ১৩ হাজার ২৯২ জন। ২৫ হাজার ৪০২ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী কলেজে। ঢাকায় ১৮৭৪ সালের কবি নজরুল সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ২৫ হাজার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত এমন ১৫ থেকে ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব কলেজের শিক্ষার্থীর প্রায় ৭০ ভাগ লেখাপড়া করছে। অথচ এসব প্রতিষ্ঠানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা চালু নেই। এতে শিক্ষার্থীরা এসব কলেজ থেকে যুগোপযোগী শিক্ষা পাচ্ছে না। ওই কলেজগুলোয় নানামুখী সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

- গবেষণাকেন্দ্র চালু
- পিএইচডি ডিগ্রি চালু
- ছাত্র-শিক্ষককেন্দ্র নির্মাণ
- স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষার হল

সূত্র জানায়, সরকারের ভাবনায় রয়েছে– কলেজগুলোয় পিএইচডি ডিগ্রিসহ নতুন বিষয় চালু; শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণ ও পরামর্শকেন্দ্র নির্মাণ; বহুতল অত্যাধুনিক একাডেমিক ভবন; স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষা মিলনায়তন; তথ্যপ্রযুক্তির সংমিশ্রণে পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস; ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ছাত্র-শিক্ষককেন্দ্র নির্মাণ করা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন আমাদের সময়কে জানান, ১৫ থেকে ১৬টি কলেজে মোট কলেজের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। কিন্তু এসব কলেজ অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধার মধ্যেই চলছে। এ কারণে কলেজগুলোয় শিক্ষার মান বাড়াতে অবকাঠামোসহ অন্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এসব কলেজ সরেজমিন পরিদর্শন করতে কয়েকটি টিমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক কলেজের চাহিদার বিপরীতে সরেজমিন পরিদর্শন টিম যাচাই-বাছাই করে সংযোজন-বিয়োজন করবে। পরিদর্শন রিপোর্ট পাওয়ার পর মন্ত্রণালয়ের কাছে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) তৈরি করা হবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় যা থাকবে

গবেষণাকেন্দ্র, আঞ্চলিক সংস্কৃতি, ইতিহাস বিষয়ে প্রাধান্য, অঞ্চলভিত্তিক কলেজে বিশেষ বিষয় চালু, উপকূলীয় এলাকার জন্য স্নাতক পর্যায়ে (অনার্স) ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, চারুকলা, সংস্কৃতি বিষয় খোলা; বিষয়ভিত্তিক গবেষক নিয়োগ, তাদের এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৫

ভিন্নমাত্রার সংস্কার

(শেষ পৃষ্ঠার পর) অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো, বদলি না করা; শিক্ষার্থীদের জীবনমান, নৈতিকতা বিষয়ে কাউন্সেলিং করা; প্রতিটি কলেজে মাস্টার ট্রেইনার তৈরি; প্রত্যেক কলেজে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার নির্মাণ; ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রামাণ্য চিত্র, ম্যুরাল স্থাপন; আধুনিক ই-লাইব্রেরি, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ; বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ লাগানো; ওপেন গ্যালারি; শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও রাজনৈতিক নেতাদের সমন্বয় কাউন্সেলিং; শিক্ষকদের থাকার ব্যবস্থা; বহুতল পরীক্ষার হল নির্মাণ এবং ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ডিন নিয়োগ করা। সম্প্রতি অধ্যক্ষদের নিয়ে এক মতবিনিময়সভা করে মাউশি। এতে অধ্যক্ষরা তাদের কলেজের সমস্যার সঙ্গে উন্নয়নের নানাবিধ সুপারিশ তুলে ধরেন।

ঢাকা কলেজ থেকে প্রস্তাব করা হয়– একটি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বহুতল ভবন নির্মাণ, পুরনো ভবন সংস্কার, মেডিক্যাল সেন্টার স্থাপন, আধুনিক মানের শ্রেণিকক্ষ তৈরি, সব বিভাগের জন্য মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ক্যাম্পাসে ওয়াইফাই সুবিধা; হোস্টেল সংস্কার ইত্যাদি। ইডেন মহিলা কলেজের প্রস্তাব– এক হাজার আসনের আধুনিক অডিটোরিয়াম, মেডিক্যাল সেন্টার, কাউন্সেলিং সেন্টার, সব বিভাগে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন। ব্রজলাল (বিএল) কলেজ চেয়েছে এক হাজার আসনের অডিটোরিয়াম, বহুতল একাডেমিক ভবন কাম পরীক্ষার হল, ছাত্রছাত্রীদের দুটি হোস্টেল, গ্যারেজ, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ডরমিটরি, আইসিটি ল্যাব, শিক্ষক ডরমিটরি, টয়লেট, সীমানা প্রাচীর, সুপেয় পানি সরবরাহ, অধ্যক্ষের গাড়ি, সিসিটিভির ক্যাম্পাস, অটোমেশন লাইব্রেরি। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রস্তাবে এসেছে স্যুয়ারেজ লাইন উন্নীতকরণ, সোলার প্যানেল স্থাপন, ছাত্র-শিক্ষককেন্দ্র (টিএসসি), মুক্তমঞ্চ, মেডিক্যাল সেন্টার স্থাপন, জিমনেশিয়াম স্থাপন।

মাউশির কর্মকর্তারা জানান, পুরনো এসব কলেজের ক্যাম্পাস বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বড়। এসব প্রতিষ্ঠানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী অধ্যায়নরত। এ জন্য এসব কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে আধুনিক গবেষণাগার গড়ে তোলা হবে।